দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চা

বিশ্বের অধিকাংশ সভ্যতারই প্রাণকেন্দ্র এশিয়া। সকল প্রধান ধর্মেরই গোড়াপত্তন ঘটেছে এশিয়ায়। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিনির্ভর জাতীয়তা আজো এশিয়ার দেশগুলোতে অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করে। ঢাকায় ১৭তম এশীয় ইতিহাসবিদ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এশিয়ার রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। রয়েছে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ। কিন্তু আমরা এই সম্পদ এখনো পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি। এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদরা জ্ঞানকে শক্তিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন।... মানবতার উন্নয়ন ও বিকাশে ঐতিহাসিকদের সুচিন্তিত গবেষণা বিশ্ব অগ্রগতিতে অনন্য অবদান রাখতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই বক্তব্য এশীয় অঞ্চলের ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তাকেই নির্দেশ করে। আধুনিককালে ইউরোপে সংঘটিত শিল্প-বিপ্লব পাশ্চাত্যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। এশীয় অঞ্চলের এহেন উন্নয়ন এখনো বহুলাংশেই অপেক্ষমাণ। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ কোনটাই এখনো পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি। ফলে পাশ্চাত্যে যেখানে আধুনিক সভ্যতা প্রান্তিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, সেখানে এশিয়ার সম্পদ-শক্তি ও সম্ভাবনা এখনো পুরোপুরি অব্যবহৃতই রয়ে গেছে। সর্বোপরি, এ অঞ্চলে রয়েছে ধর্মভিত্তিক নৈতিক সাংস্কৃতিক চর্চার ঐতিহ্য– যা সভ্যতার বিকাশকে রক্ষা করতে পারে যে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অন্তঃসারশূন্য এবং সংক্রামক ক্ষতে পরিণত করেছে। ফলে পাশ্চাত্যের মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে মারাত্মকভাবে বিষাক্ত।

এশিয়ায় ইতিহাসের যথার্থ চর্চা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের উন্নয়নের সাথে এখানকার ঐতিহ্য যে ধর্মভিত্তিক নৈতিক সংস্কৃতি তার সুষ্ঠু সৃষ্টিশীল সমন্বয় সাধন করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যথার্থই বলেছেন, আমাদের এ অঞ্চলের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে অবশ্যই ইতিহাসের ব্যাপক চর্চা করতে হবে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে। ইতিহাসে উপেক্ষিত সাধারণ মানুষই যে ইতিহাস সৃষ্টির আসল চালিকাশক্তি এ কথা উল্লেখ করে তিনি ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকাও সমান গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার তাগিদ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এদেশের ইতিহাসবিদদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, আপনারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রামাণ্য ও বিশদ ইতিহাস সূত্রবদ্ধ করে তা সংরক্ষণে উদ্যোগী হবেন। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, সভ্যতার প্রতি আমাদের যে অঙ্গীকার রয়েছে, সেটা আপনারা পূরণ করতে পারেন প্রকৃত ইতিহাসকে জানার সুযোগ দিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর এই আহবান এ জন্যই প্রাসঙ্গিক যে, এদেশে মুক্তিযুদ্ধসহ জাতির গৌরবময় বিষয়গুলোর ইতিহাস নিয়ে একশ্রেণীর ইতিহাসবিদ মূলত দল ও গোষ্ঠী স্বার্থতাড়িত হয়ে অবলীলায় বিভ্রান্তির জাল বুনে চলেছেন। এ অপতৎপরতা থেকে জাতীয় ইতিহাসকে মুক্ত করা জাতীয় স্বার্থেই অপরিহার্য।

ইতিহাস মানবজাতির সামনে এমন এক অপরিহার্য শিক্ষা যার আলোকে বর্তমান পরিচালিত হয় এবং ভবিষ্যৎ নির্মিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের পালন করতে হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, এ অঞ্চলে বাংলাদেশের একটি আলাদা সত্তা ও মর্যাদা রয়েছে। এতদঞ্চলে সূফী ও মরমী সাধকগণ একটি উদার ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে গেছেন– যা এদেশের একটি বিশেষত্ব ও কার্যকর উপাদান হিসেবে বর্তমানেও বহাল রয়েছে। ঐতিহাসিক শক্তিগুলোর বিভিন্ন কার্যকরণের মধ্যেও আমরা এই মহান ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সযত্নে লালন করছি বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই যে বৈশিষ্ট্যের কথা প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করছেন, তা যথাযথ তাৎপর্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমাদের একশ্রেণীর ইতিহাসবিদদের রয়েছে অবাঞ্ছিত কার্পণ্য। ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য আমরা বহন করছি তার ইতিহাস দ্ব্যর্থহীনভাবে যথাযথরূপে জাতির সামনে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব আমাদের ইতিহাসবিদদের পালন করতে হবে। জাতি হিসেবে বলিষ্ঠ অস্তিত্ব ও মর্যাদা অর্জনের জন্যই এটা অপরিহার্য।